কুরআন সংকলনের ইতিহাস

কুরআন সংকলন ও সংরক্ষনের মোট ৩টি অধ্যায় /যুগ রয়েছে

প্রথমত রাসূল সাঃ এ জীবদ্দশায়ঃ

রাসুর (সাঃ) এর জীবদ্দশায় কুরআন তিন ভাবে সংরক্ষিত হত।

- হিফজ ওমুখস্থ করার মাধ্যমে অন্তরে সংরক্ষিত হয়।

রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় অংশ হাফেজে কোরআন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন-হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, সাআদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুজায়ফা বিন ইয়ামান, হজরত সালেম, আবু হুরায়রা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ বিন আমর, মুয়াবিয়া, ইবনে জুবাইর, আবদুল্লাহ বিন আস্ সায়েব, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালমা, উম্মে ওয়ারাকা, উবাই ইবনে কাআব, মাআজ ইবনে জাবাল, আবু হুলাইমা মাআজ, জায়েদ ইবনে সাবেত, আবুদ্ দারদা, মুজাম্মা বিন জারিয়া, মাসলামা বিন মুখাল্লিদ, আনাস ইবনে মালেক, উকবা বিন আমের, তামিম দারেমি, আবু মুসা আশআরি এবং হজরত আবু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ অন্যতম হাফেজ সাহাবি ছিলেন। (আল-ইত্বকান, খ. ১, পৃ. ৭৩-৭৪)

- ওয়াহী লেখকগণের দ্বারা সংরক্ষিত হয়।

ওহীর ইলম লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি ৪০/৪২ জন 'কাতেবে ওহী' বা ওহী লেখক নিযুক্ত করেছেন। সে সময় কাগজ ছাড়াও পাথর, চামড়া, খেজুরের ডাল, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং চতুষ্পদ জন্তুর হাড্ডির ওপর কোরআন লিখে রাখা হতো। এভাবেই রাসুল (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে কোরআনের একটি কপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, যদিও তা পুস্তিকারূপে ও গ্রন্থিত আকারে ছিল না। যেমনটা বুখারি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) কোরআন নিয়ে (অর্থাৎ কোরআনের কপি নিয়ে) শত্রুদের ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।' (বুখারি শরিফ, খ. ১, পৃ. ৪১৯)

- আমলের মাধ্যমে কুরআন কে সংরক্ষন করা।

রাসুল স. এর কাছে যখন কুরআনুল কারিমের কোন আয়াত নাযিল হত তা সাহাবায়ে কেরামরা তাৎখনাত আমল করতেন এবং কোন আমলে সমস্যা দেখা দিলে রাসুল স. তা সংশোধন করে দিতেন।

দ্বিতীয়তঃ হযরত আবু বকরের রাঃ এর যুগঃ

ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এমনিভাবে যদি কারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহলে কোরআন শরীফের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কোরআন সংকলনের নির্দেশ দেন। উত্তরে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, যে কাজ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) করেননি, সে কাজ আপনি কিভাবে করবেন? ওমর (রাঃ) এর জবাবে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম কাজ। ওমর (রাঃ) এ কথা বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একমত হলেন। তারপর তিনি সেই কাজের ভার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ের অন্যতম ওহী লেখক যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) এর কাছে অপর্ণ করলেন। যায়দ (রাঃ) প্রথমে যে কাজ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) করেননি, সে কাজ কিভাবে করবেন বলে ইতস্তত করলেও; পরে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কথায় রাজি হলেন। এবং পরবর্তীতে তিনি খেজুর পাতা, প্রস্তরখন্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে সমগ্র কোরআনকে সংগ্রহ করলেন। এর সংকলিত সহীফাগুলো মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তার মৃত্যুর পর তা ওমর (রাঃ) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এরপর তা হাফসা (রাঃ) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল (সহীহ বোখারীঃ ৪৬২৫)। এ ছাড়া আরো বর্ণনা রয়েছে" (বুখারি শরিফ, হা. ৪৯৮৬; ইবনে কাছির : ভূমিকা) (উলুমুল কোরআন, তক্বি উসমানি, পৃ. ১৮৫)

তৃতীয়তঃ হযরত উসমান (রাঃ) যুগে সংকলনঃ

পরবর্তীতে ওসমান (রাঃ) এর সময়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান অভিযানে সিরিয়া ও ইরাকের মুসলমানদের কোরআন পাঠে অসংলগ্নতার খবর শুনে ওসমান (রাঃ) উম্মুল মো'মেনীন হাফসা (রাঃ) এর কাছ থেকে কোরআনকে একখানা পূর্ণ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার জন্য আনেন। এবং তিনি এ কাজের জন্য যায়েদ ইবনে

সাবেত (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ), সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ) কে নিয়োগ করেন। ওসমান (রাঃ) তিন জন কোরায়েশ ব্যক্তিকে বললেন, যে ক্ষেত্রে তোমরা যায়েদের সাথে কোরআনের কোনো ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে, সে ক্ষেত্রে তোমরা কোরায়েশদের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করবে। এভাবে তাঁরা চার জন মিলে কোরআনের অনেকগুলো কপি লিখে, ওসমান (রাঃ) এর মাধ্যমে আদি কপি হাফসা (রাঃ) এর কাছে পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন (সহীহ বোখারী: ৪৬২৬)। দালিলিকভাবে এটাই হল পবিত্র কোরআনের সংরক্ষণ পদ্ধতি।

পরবর্তীতে এর ভিত্তিতেই মূলত নানা সময়ে পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নগুলোর মধ্যে মোটামুটি কমন দুটি দিক হচ্ছে, সাহাবীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে পবিত্র কোরআন সংকলনের কাজটি করা উচিত ছিল কিনা, যা মুহাম্মদ (সাঃ) করেননি; এবং কোরায়েশদের ভাষায় পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল কিনা?

প্রথমত বলা যায় যে, সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রাঃ) পবিত্র কোরআন সংকলন করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রধান দায়ভারটুকুও তাঁর। সত্যি বলতে তিনি কি এমন একটা কাজের প্রস্তাব করার যোগ্যতা রাখতেন? যে কাজ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) করেননি। সহীহ মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে (৫৯৮৯) আবু তাহের আহমদ ইবনে সারহ (রঃ) রেওয়ায়েত করেছেন, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করতেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মুহাদ্দাছ পর্যায়ের। আমার উম্মতের মধ্যে ঐ পর্যায়ের কেউ থেকে থাকলে তা ওমর ইবনে খাত্তাবই হবেন। ইবনে ওয়াহাব (রঃ) বলেন যে, মুহাদ্দাছ হলেন সে ব্যক্তি যাঁর ওপর আল্লাহর তরফ থেকে এলহাম হয়ে থাকে। আল্লাহর তরফ থেকে যে ব্যক্তির ওপর এলহাম হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি আল্লাহ'তায়ালার ইচ্ছে অনুযায়ী মত প্রকাশ করেন। যেমন: মাকামে ইব্রাহিমে নামায পড়া, নারীদের পর্দা এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কোরআন নাযিল হওয়ার আগেই ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করেছিলেন (সহীহ মুসলিম-৫৯৯১)। সুতরাং ওমর (রাঃ) কোরআন সংকলন করার মত মহাগুরুত্বপূর্ণ একটি প্রস্তাব পেশ করার যোগ্যতা ভালভাবেই রাখতেন। উল্লেখ্য তিনিই রাসূল (সাঃ) এর পর দ্বিতীয় ব্যাক্তি হিসেবে মোতা'হ বিবাহ প্রথাও বিলুপ্ত করেন [দ্রঃ সহীহ মুসলিম-৩২৮৫]।

দ্বিতীয়ত পবিত্র কোরআন কি কোরায়েশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করা উচিত হয়েছে? সহীহ বোখারী শরীফে বলা হয়েছে (৪৬২৯) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে পবিত্র কোরআন এক রকমেই পাঠ করতেন। অতঃপর আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন অন্য এক পদ্ধতিতে পাঠ করেন। তারপর আমি তাঁকে আরও বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ করার অনুরোধ অব্যাহত রাখি। অবশেষে তিনি সাতটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে কোরআন পাঠ করেন। পবিত্র কোরআন মূলত কোরায়েশদের ভাষায় নাযিল হয়েছে (সহীহ বোখারী-৪৬২৩)। আবার তা সাতটি উপ (আঞ্চলিক) ভাষায়ও নাযিল হয়েছে। আর প্রতিটি ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছে একই কোরআনের বাণী। এবং বলা হয়েছে মুসলমানদের জন্য যে ভাষা সহজ তাঁরা সে ভাষাতেই পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারেন (সহীহ বোখারী-৪৬৩০)। এমনকি দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলামনগণ একমত হলে শুধু কোরায়েশদের একটি মাত্র ভাষাতেই কোরআন লিপিবদ্ধ করতে পারেন। তাতে কোনো সমস্যা নেই । যেহেতু তৎকালীন আরবে কোরায়েশদের ভাষাই ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল, সেহেতু একগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কোরায়েশদের ভাষাই গ্রহণযোগ্য হওয়ায় কোনো রকম নিয়মভঙ্গ হয়নি। তবে, বিশেষ সতর্কতার বিষয় ছিল: পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা, এবং এর কোনো অংশ যেন হারিয়ে না যায়। হাদিস অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণ সেভাবেই কাজ করেছেন।

এছাড়া পবিত্র কোরআনে সূরা হিজ্বরে বলা হয়েছে (৯) আমি এ কোরআন নাযিল করেছি আর আমিই এর সংরক্ষণকারী।

সুতরাং মুসলমানদের এটা বিশ্বাস করতেই হয় যে, সাহাবীরা কোনো রকম ভূল করেননি
এবং আল্লাহ'তায়ালা তাঁদের ভূল করতে দেননি। কারণ আল্লাহ'তায়ালাই কোরআনের সংরক্ষণকারী।

হজরত উসমান (রাঃ) কতৃক গৃহীত উদ্যোগের ফলে কুরআন সংরক্ষনের নিশ্চয়তা সুষ্টি হলেও কোন কোন স্থানে আর একটি নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে । তা হলো ভাষার ভিন্নতার কারনে তেলাওয়াতে সমস্যা দেখা দিল । এই সমস্যা সমাধানকল্পে উসমানী অনুলিপির মূল ঠিক রেখে পর্যায়ক্রমে নিন্মোক্ত পক্রিয়া অবলম্ভন করা হয় যেমনঃ

১.নোকতাঃ সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলন কে করেছিলেন তা নিয়ে মতোবিরোধ রয়েছে কোন কোন বর্ননামতে হযরত আলী (রাঃ) নির্দেশে বিশিষ্ট তা'বই হযরত আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়াইলি (রঃ) আন্জাম দেন।

অন্য এক বর্ননা অনুযায়ী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ- হযরত হাসান বসরি (রঃ),হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার (র) ও হযরত নসর ইবনে আসেম লাইছি (র) এর দ্বারা একাজ করিয়েছিলেন।

২. হরকতঃ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ- হযরত হাসান বসরি (রঃ),হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার (র) ও হযরত নসর ইবনে আসেম লাইছি (র) এর দ্বারা একাজ করিয়েছিলেন।

৩. হামজা ও তাশদিদঃ নোকতা ও হরকতের কিছুকাল পর খলিল ইবনে আহমদ(র.) হামজা ও তাশদিদের চিহ্ন তৈরী করেন।

৪.মানযিলঃ সাহাবায়ে কিরামরা (রাঃ) প্রতি সাপ্তাহে একবার কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন, এজন্য প্রতিদিনের জন্য কুরআনকে ভাগকরে নিয়ছিলেন । সাহাবায় কেরামদের এই সাত ভাগই সাতটি মনজিল হিসেবে পরিচিত।

৫.ত্রিশ পারাঃ অনেকের ধারনা হযরত উসমান (রাঃ) কতৃক কুরআন সংকলনের সময়ই এইভাবে ত্রিশ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া আর বিশেষ কোন বিবরন পাওয়া যায়নি।

৬. আল-কুরআনের মুদ্রনঃ পৃথিবীতে মুদ্রন যন্ত্র আবিস্কারের পূর্বে আল-কুরআন হাতেই লিখা হতো। কুরআনের হস্তলিপিকারগন যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে এর অন্য কোন নযির নেই।

মুদ্রন যন্ত্র আবিস্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানির হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই আল-কুরআনের একটি কপি মিশরের দারুল কুতুবে এখনো সংরক্ষিত আছে। কিন্তু মুসলিম জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কপি গ্রহনযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উসমান কতৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রনযন্ত্রে আল-কুরআনের আর একটি কপিমুদ্রিত হয়। এরপর সারা দুনিয়ায় মুদ্রিত কুরআন ছড়িয়ে পড়ে।

সংকলনে
মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল
কেন্দীয় শুরা সদস্য
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন